তারিখ ..২৬/৭/৮৭... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

094

427

'বিনা প্ররোচনায় গুলী বর্ষণ করা হয়েছে'

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আলী আহমদ চুনকা, নারায়ণ জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মোহম্মদ আলী চৌধুরী, শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নাসিমুদ্দিন মাহমুদ, ন্যাপের (হারুন) জনাব দেলওয়ার হোসেন চুন্নু, সিপিবির কার্যকরী সম্পাদক রোকন উদ্দিন আহমদ, জেলা ছাত্র-

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

বিনা প্ররোচনায় গুলী

(১ম পৃ: পর)

লীগের সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো: আসাদুজ্জামান, জেলা ছাত্র-লীগ (আক্তার-বাবুল) সভাপতি মাসুদ খন্দকার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মাসুম, জেলা ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কাজী জহিরউদ্দিন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক সনয় দাশ চন্দন, জেলা ছাত্রলীগ (মুনির-হাসিব) সভাপতি দুলাল রায় এবং সাধারণ সম্পাদক শরিফউজ্জামান জুয়েল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন:

গতকাল সোমবার তোলারাম সরকারী মহাবিদ্যালয় এবং নারায়ণগঞ্জ মহিলা মহাবিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী এবং নিরীহ পথচারীদের ওপর নির্বিচারে গুলী বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, ও লাঠি চার্জ করে। গুলীতে আহতের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক। এদের মধ্যে ২৭ জনের অবস্থা আশংকাজনক। নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছে।

তারা বলেন: গুলীবর্ষণ করার এক পর্যায়ে সাড়ে দশটার সময় পুলিশ কলেজে ঢুকে দশ মিনিটের নোটিশে সমস্ত পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়, যার ফলে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। পুলিশ বাহিনী চাষাড়া, জামতলা, আমলাপাড়া, গলাচিপা, খানপুর মিশন পাড়া ও অন্যান্য এলাকায় প্রত্যেকটি বাড়ীতে হামলা চালিয়ে গৃহকর্তা, কর্ত্রী ও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপর নির্যাতন করে। সমস্ত এলাকায় বেলা সোয়া দশটা হতে বেলা চারটা পর্যন্ত তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা অভিযোগ করেন যে, তোলারাম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মো: জাহাঙ্গীর আলমসহ শতাধিক ছাত্র ও পথচারীদের গ্রেফতার এবং অনেকের নামে হুলিয়া জারি করা হয়। আমরা মনে করি উল্লেখিত ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত।

আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি। নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু বিচার দাবী করছি। গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহারেরও দাবী করছে।